The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXV, 2019 (pp. 91 - 102)
Published in November, 2023

ইউরোপ ও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সভ্যতার মিথস্ক্রিয়া: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ড. মুহাম্মদ শফিউল্লাহ কুতুবী*

প্রতিপাদ্যসার

প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি ইউরোপীয়রা দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের অনুসন্ধিৎসু ভ্রমণ অব্যাহত রেখেছে। তারা দক্ষিণ এশিয়াকে সবসময় একটি সম্ভাবনাময় জনপদ হিসেবে বিবেচনা করেছে। এ ভূখণ্ডের বৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতি সর্বদা তাদেরকে আকৃষ্ট করেছে। রোমাঞ্চপ্রিয় ও সমৃদ্ধিপ্রেমিদের নিকট দক্ষিণ এশিয়া বরাবরের মতোই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এ-কথার প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় ভরপুর। এখানে বিভিন্ন দুর্লভ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী উভয় অঞ্চলের কালানুক্রমিক সভ্যতার সম্পর্ক চিহ্নিত করা হয়েছে। এ-প্রবন্ধে প্রাচীন মানবসভ্যতা থেকে নিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইউরোপ ও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সভ্যতার মিথস্ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ভূমিকা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝে যোগাযোগ সম্পর্কের ইতিবাচক ও নেতিবাচক মিশ্র ধারা প্রাচীনকাল থেকে প্রবহমান। পৃথিবীর দুইপ্রান্তের জনগোষ্ঠীর মাঝে চিন্তা, ভাব, রুচি ও রীতিনীতির বিনিময় যেমন ঘটেছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে পরস্পরের মাঝে বৈরিতা ও সংঘাতের চিত্রও দেখা গেছে। বিশেষ করে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে দক্ষিণ এশিয়া ও ইউরোপের মাঝে সভ্যতার মিথস্ক্রিয়া ঘটতে থাকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শব্দ দুটি যদিও মূলত, ভূখণ্ড বোঝায় কিন্তু প্রাচীনকাল থেকেই তা বিশেষ পরিভাষা হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ প্রবন্ধের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, ইউরোপের সঙ্গে দক্ষিণ এশীয় সভ্যতার পারস্পরিক সম্পর্কের

*সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সূচনা, পরিচিতি ও প্রভাব সম্বন্ধে তথ্য-প্রমাণগুলোর ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে যাচাই ও বিশ্লেষণ করা। এতদঞ্চলে সভ্যতার সূচনা থেকে আঠারো শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রাপ্ত ইতিহাসের উপাত্তগুলো নিয়ে প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন সভ্যতা গড়ে ওঠার শুরু থেকে ভারতীয় সভ্যতার আগ পর্যন্ত ইউরোপ-সংযোগের তথ্যনির্ভর অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে আলোচনার বিস্তার ঘটেছে।

প্রাচ্যের ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, সভ্যতা, তাহজিব-তামাদ্দুনের অধ্যয়ন প্রবন্ধের অন্তর্গত। এর ফলশ্রুতিতে সমকালীন পাশ্চাত্য গোষ্ঠী বা ইউরোপীয়দের একটি বিশেষ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। একসময় উভয় সভ্যতার মাঝে ফাটল এতই বিস্তৃত হয়েছে যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তখন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বৈরী ও চিরশত্রু হিসেবে পরিগণিত হতে শুরু করে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রাচ্য সম্পর্কে ইউরোপীয়দের নেতিবাচক মনোভাবের প্রতিক্রিয়ায় এতদঞ্চলে স্পষ্ট বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়। অ্যাডওয়ার্ড সাঈদ (১৯৩৫-২০০৩) এই গভীর বিভাজনকে ওরিয়েন্টাল মুভমেন্টের (প্রাচ্য পরিচিতি আন্দোলন) অনিবার্য ফল সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর ভাষায় যা সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের হাতিয়ার হিসেবে উত্থিত হয়েছিলো। এ ধরনের বহুবিধ আন্দোলনের মাঝে বেশ দুর্বল ও ক্ষীণ আওয়াজে পাশ্চাত্য পরিচিতি (Occidentalism)-ও খানিকটা নিজের অস্তিত্ব জানান দেবার চেষ্টা করে। তবে এটি বলিষ্ঠ ও শক্তিমান আন্দোলন হিসেবে দাঁড়াতে পারেনি। কারণ শুরু থেকেই এটাকে নেতিবাচক আন্দোলন হিসেবে চিত্রিত করার প্রবণতা ও বিরুদ্ধাচরণ অব্যাহত থাকে।

প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের আগমন

১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষে পর্তুগালদের আগমনের অনেক আগে একদল ইউরোপীয় পর্যটক ও সরকারি প্রতিনিধি ভারতে আসেন এবং তাদের একটি ভ্রমণবৃত্তান্তও পাওয়া যায়। ইতিহাসে আলেকজান্ডার (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৩-৩৫৬) ছিলেন মহাপ্রতাপশালী প্রথম রাজা, যিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৬ সালে বিশাল বাহিনী নিয়ে ভারতে আগমন করেছিলেন। আলেকজান্ডারের ভারত আগমন প্রমাণ করে তারও পূর্বে গ্রিসের একটি পর্যটক দল ভারতে আগমন করেছিলো। হতে পারে তাদের দেওয়া তথ্যে প্রলুব্ধ হয়ে আলেকজান্ডার ভারত অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। আলেকজান্ডারের ভারত অভিযান স্রেফ সামরিক অভিযান ছিলো না বরং এর মধ্য দিয়ে প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সংযোগ স্থাপনের ভিত্তিও রচিত হয়। গ্রিসে সেসময়ে রচিত *Indica* নামের গ্রন্থে এ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এর রচয়িতা বিখ্যাত ইতিহাসবিদ, ভ্রমণ কাহিনী লেখক ও চিন্তাবিদ ম্যাগস্থনিস (Megasthenes) যিনি গ্রিক পর্যটক হিসেবে খ্রিষ্টপূর্ব ২৯৮ সালে পাটনা, বিহার ও ভারতের কিছু অঞ্চল সফর করেন। কাছাকাছি যুগের বিভিন্ন লেখক তাদের বইপত্রে তার গ্রন্থ থেকে তথ্য উদ্ধৃত করেছেন। যাতে দেখা যায়, ম্যাগথিংস তার গ্রন্থে ভারতের ইতিহাস, ভৌগোলিক বিবরণ, উৎপন্ন ফসল, আর্থসামাজিক অবস্থা, দর্শন, রীতি-প্রথা প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থটি ইন্দো-ইউরোপ সম্পর্ক-সংযোগের দস্তাবেজ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে (McCrindle 1877, 35-36)।

ম্যাগস্থনিসের পরেও গ্রিক ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে কতিপয় পর্যটক, বণিক ও পরিব্রাজক ভারতে এসেছেন বলে ধারণা করা যায়। দক্ষিণ এশিয়া থেকেও একইভাবে বিভিন্ন সময় পর্যটকগণ ইউরোপ ভ্রমণ করেছেন মর্মে ধারণা পাওয়া যায়। তবে ইতিহাসে সেসব সফরের কথা পাওয়া যায় না। প্রায় এক সহস্রাব্দের পর ইংরেজ পর্যটক ইটালির নাগরিক মার্কো পোলো-ই [১৩২৪-১৪৫৪] (Marco Polo) প্রথম তার সফরনামা লিখেছেন। মার্কো পোলোকে অনুসরণ করে পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি ইটালির আরেক ব্যবসায়ী

নিকোলো ডি কন্টি (Niccolo De Conti) সিরিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভারত সফর করেন। তিনি নিজের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও অন্যান্য ইতিবৃত্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন।

ডি কোন্টির সবচেয়ে বড় কীর্তি হলো, তিনিই প্রথমবারের মতো ভারত ও আফ্রিকা থেকে ইউরোপ পর্যন্ত নৌপথের কথা উল্লেখ করেছেন যার আলোকে ইটালির ভূগোলবিদ ফ্রা-মাওরো (১৪০০-১৪৬৪) পুরো ইউরোপের সামগ্রিক নকশা তৈরি করেছেন। সমুদ্রপথে ডি কোন্টি ভারতের গুজরাট, বিজয়নগর, চেন্নাই, বাংলাদেশের সোনারগাঁও ও চট্টগ্রামের মতো অঞ্চলগুলোতে সফর করেছেন। এরপর বার্মা, (মায়ানমার) ইন্দোনেশিয়ার জাভা ও ভিয়েতনাম হয়ে কোলকাতা এবং সেখান থেকে সমুদ্রপথে স্বদেশে ফিরে গেছেন। তার কেবল আরবি নয় মালয়ালাম ভাষাও জানা ছিলো। নিজের ভ্রমণবৃত্তান্তে তিনি প্রাচ্যের দেশগুলোর সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, লোকাচার ও শৌর্যবীর্যের কথা তুলে ধরতে গিয়ে উল্লেখ করেন এসব দেশ সংস্কৃতি ও জীবনাচারে ইউরোপের অনেক দেশ বিশেষত, ইটালির চেয়ে উন্নত ও অগ্রসর। পরবর্তী সময়ে তার ভ্রমনবৃত্তান্ত বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে (Jones 1857, 40-41)। পর্যটক ভাস্কো ডি গামা (১৪৬০-১৫২৪) ১৪৯৮ সালে ভারত আগমন করেন। তিনি ডায়েরি আকারে ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ভ্রমণবৃত্তান্তে হিন্দু রাজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, মুসলমানদের ব্যাপারে ভীত হওয়া ও এড়িয়ে চলা এবং স্থানীয় অধিবাসীদের বিষয়ে খুঁটিনাটি বিষয়ে বৃহৎ কলেবরে বই লিখেছেন। যা ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় (Vasco 1744, 1/ 30-40)।

ইউরোপীয়ান ও ভারতীয়দের পারস্পরিক যোগাযোগের প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য ভাস্কো ডি গামার বিখ্যাত বইটির অধ্যয়ন খুবই জরুরি (A new General Collection of Voyages and Travel :Consisting of the Most Esteemed Relations, Whice have been Hitberto Published in Any Lenguage)। ভ্রমণবৃত্তান্তটির সবচেয়ে বড় সফলতা হলো, তার প্রথম সফরের মাত্র ৭ বছর পর ১৫০৫ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সিস্কো ডি আলমেডা (Francisco de Almeida, 1450-1510) ভারতে প্রথম পর্তুগালি গভর্নর হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ সফরের মাধ্যমে ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের জন্য যোগাযোগ ও পর্যটনের নতুন দ্বার উন্মুক্ত হয়। এরপর তারা এতদঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার শুরু করে। এ সফরের বিবিধ উদ্দেশ্য আলোচিত হলেও সকল ইতিহাসবিদ এ বিষয়ে প্রায় একমত যে, মোটাদাগে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার করাই ছিলো প্রধান উদ্দেশ্য। এর অব্যবহিত পরই ইউরোপীয়গণ নিজেদের জন্য নতুন সমুদ্রপথ ও অঞ্চলের সন্ধানে নেমে পড়ে। একদিকে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার ও 'বিধর্মীদেরকে' স্বধর্মের বিশ্বাসে দীক্ষিত করা বিশেষত, নিজেদের পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমানদেরকে জব্দ করার আকাঙ্ক্ষা এ সফরের নেপথ্যে কার্যকর ছিলো। অন্যদিকে স্বর্ণ-রৌপ্য, মূল্যবান পাথর, অস্ত্রশস্ত্র, কারুশিল্প, ঔষধ, রেশম সামগ্রী ও ক্রীতদাস সন্ধানের বাসনা তাদেরকে উপমহাদেশে টেনে আনে। বস্তুত, উসমানীয়রা রোমের বিভিন্ন প্রণালী দখলের পর ইউরোপীয়দের পুরনো বাণিজ্যপথ সংকীর্ণ হয়ে যায়। যেসব প্রণালী ইউরোপের সঙ্গে প্রাচ্যকে সংযুক্ত করেছিলো। অন্যদিকে মোঙ্গলদের সাম্রাজ্য ক্রমাগত বিস্তৃত হওয়ার ফলে ইংরেজ বণিকদের জন্য স্থলপথও আগের মতো নিরাপদ থাকেনি (Mitchell 2018, *Encyclopedia Britannica*)।

১৪১৯ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজ শাহজাদা হেনরির (১৩৯৪-১৪৬০) মাধ্যমে পর্তুগিজদের পৃথিবী পরিভ্রমণের এই দুঃসাহসিক অভিযানের সূচনা হয়। এ ধরনের অভিযানের কারণে তিনি হেনরি দ্য নেভিগেটর উপাধিতে পরিচিত হয়ে ওঠেন। তারও আগে পর্তুগিজ, ফরাসি, ইটালিয়ান জনগোষ্ঠী রোম প্রণালী ভ্রমণে অভ্যস্ত ছিলেন।

তবে সাধারণত এসব সফর উপকূলীয় এলাকার অদূরবর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিলো। মানচিত্রের সাহায্যে হেনরি প্রথমবারের মতো দূর-দূরান্তের অভিযাত্রা শুরু করেন। কিছু নতুন উপদ্বীপের সন্ধান করার এক পর্যায়ে উত্তর আফ্রিকার সমুদ্র পথের খোঁজ পেয়ে যান তিনি। হেনরি ছিলেন ক্রুসেড যুদ্ধের সক্রিয় সৈনিক। তার আকাঙ্ক্ষা ছিলো এই নতুন সমুদ্রপথ ধরে উত্তর আফ্রিকা হয়ে আরব সালতানাতের পেছন থেকে হামলার সক্ষমতা অর্জন। ১৪৪০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পর্তুগিজ অঞ্চল ও বর্তমান সেনেগাল পর্যন্ত পৌঁছে যান এবং ১৪৯০ সালে ক্যাপ অব গুড হোপ অঞ্চল অতিক্রম করেন। যে পথ ধরে ভাস্কো ডি গামা ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারত পৌঁছেছিলেন। তিনিও সেই উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলেন, যে উদ্দেশ্যে ক্রিস্টোফার কলম্বাস (১৪৫১-১৫০৬) আমেরিকা 'আবিষ্কারে' ছুটেছিলেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমেরিকাকে তিনি ভারত বা চীনের একটি অঞ্চল বলে ধারণা করতেন। উল্লেখ্য যে, তিনি কুবলাই খানের দরবার পর্যন্ত পৌঁছার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ষোড়শ শতকে একজন পর্তুগিজ পরিব্রাজক ডুয়ার্থে বার্বোসা (Duarte Barbosa 1480-1521) ভারতের দাক্ষিণাত্য সফর করেন এবং এ সম্পর্কে একটি ভ্রমণকাহিনী লিখেন। বার্বোসা ভারতে পর্তুগিজ সরকারের কর্মকর্তা ও স্থানীয় মালায়াম ভাষার দোভাষী ছিলেন। তিনি সরকারি দায়িত্ব পালনের সময়ে দাক্ষিণাত্য ছাড়াও বিভিন্ন দেশ ও শহর ভ্রমণ করেন। পর্তুগাল ফিরে যাওয়ার পর তিনি নিজের দেখা বিভিন্ন অভিজ্ঞতার আলোকে একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা করেন (Dames 1918-1921, 2/75-76)।

ষোড়শ' শতকে বার্বোসা ছাড়াও অনেক ইউরোপীয় পরিব্রাজক ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে আসা শুরু করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ চিকিৎসকও ছিলেন; যাদেরকে ভারতীয় শাসক ও আমলারা নিজেদের আত্মীয়-পরিজনের চিকিৎসার জন্য নিয়োজিত করেন এবং একসময় তারা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তারা নিজেদের পেশাগত দক্ষতার কারণে সামাজিক প্রভাব ও প্রতিপত্তির মালিক হয়ে ওঠেন। ষোড়শ শতকে এমন চিত্র ব্যাপকভাবে পরিদৃষ্ট হতে থাকে। হাকিম সাইয়েদ মাহমুদ আহমদ বারাকাতী এরকম ৭০ জন ইংরেজ চিকিৎসকের কথা আলোচনা করেছেন। যারা ১৫০০ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়পর্বে ভারতে এসেছেন এবং স্থায়ী অধিবাস গড়ে তুলেছেন। এখানে তারা গ্রন্থ রচনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজকর্ম সম্পাদন এবং ভারতীয় ভাষা রপ্ত করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে নিজেদের অর্জিত অভিজ্ঞতাকে প্রয়োগ করে নতুন নতুন ঔষধ তৈরি করেন। তাদের মধ্যে অনেকেই আগে থেকে প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসক ছিলেন না বরং আন্দাজ ও ধারণামূলক চিকিৎসা করতেন। স্থানীয়ভাবে তাদের ক্ষেত্রে আতায়ী শব্দটি ব্যবহৃত হতো। যার একটি অর্থ উস্তাদ ছাড়া লব্ধ বিদ্যা (হাকীকী ২০০৮, ৯)।

তারা রাজদরবারের চিকিৎসক হিসেবে বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। কেউ কেউ আবার রাজনৈতিক তৎপরতা, কারসাজি, গুপ্তচরবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়েন। সপ্তদশ শতকের শুরু থেকেই অন্যান্য ইউরোপীয় অঞ্চলের লোকেরা ক্রমেই ভারতমুখী হতে দেখা যায়। যেমন ডেনিশ, ইংরেজ ও ওলন্দাজ। তারা বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য ও কোম্পানি গড়ে তোলে; যার নাম দেওয়া হয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত হয় বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ১৬০২ খ্রিষ্টাব্দে ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। উভয় কোম্পানি পর্তুগীজদের কব্জাকৃত সম্পদ দখলের চেষ্টা চালায়। এভাবে এ তিনটি ইউরোপীয় কোম্পানি পারস্পরিক স্বার্থের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে ফ্রান্সও এ দ্বন্দ্বে জড়ায় তবে শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের পাল্লাই ভারি থাকে। এভাবে তারা ভারত কব্জা করতে সমর্থ হয় (Rawlinason 1920, 82-84)।

মোঘল আমলে ভারতের সঙ্গে ইউরোপের সম্পর্কোন্নতি

ভারত ও ইউরোপের বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়ের মাঝে যোগাযোগ-সম্পর্ক যদিও পুরনো কিন্তু পারস্পরিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, কারিগরি, প্রযুক্তি ইত্যাদির সুবিন্যস্ত বিনিময় ব্যবস্থাপনা দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে জালালুদ্দিন আকবরের (১৫৪২-১৬০৬) আমলে। কমবেশি প্রত্যেক মোঘল শাসকের আমলে এর ধারাবাহিকতা ভালোভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। আকবর তার সরকারের বহু আমির, গভর্নর ও কর্মকর্তাকে ল্যাটিন ও পর্তুগিজ ভাষাসহ বিদেশি ভাষা শেখা ও সেসব ভাষার গ্রন্থাবলি ফার্সিতে ভাষান্তরের নির্দেশ দেন। আকবর 'আন্তঃধর্মীয় সমন্বয়ের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি রাজধানীতে বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতদেরকে একত্র করেন। ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে এক আর্মেনীয় খ্রিস্টান (Domingo Pires) কে– যিনি পর্তুগিজ ভাষা জানতেন– সরকারি এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে গোয়া প্রেরণ করেন। সেখানকার Jesuit ধর্মাবলম্বী পাদ্রীদেরকে রাজদরবারে এসে তাদের ধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার নির্দেশ প্রদান করেন। সেইসঙ্গে তাদের ধর্মীয় বিধানসম্বলিত গ্রন্থ সঙ্গে আনার আহ্বান জানান (আল হাসানী ১৯৯৯, ২১; সেলিম ২০১৫, ৩১)। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে Jesuit লাহোর পৌঁছেন। বাদশাহর পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। যে স্কুলে সরকারি কর্মকর্তাদের সন্তানরা ল্যাটিন ও পর্তুগিজ ভাষা শিখতো। একইভাবে চিঠিপত্র আদান-প্রদান হতো এতদঞ্চলের প্রশাসকদের সঙ্গে। কাজেই নির্বাচিত কতিপয় আমলাকে আকবর খ্রিস্টানদের ভাষা শেখার নির্দেশ দেন। ওদের সঙ্গে মেলামেশার সুবাদে অল্প সময়েই তারা এ ভাষা আয়ত্ব করতে সক্ষম হন (Maclagan 1932, 50)।

সম্রাট আকবরের দরবারে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ আবুল কাসেম ফেরেশতা (১৫৬০-১৬২০)-এর পুত্র আবদুস সাত্তার পর্তুগিজ ও ল্যাটিন ভাষা শিখেছিলেন এবং অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করেন। আকবর আবদুস সাত্তারকে ইউরোপীয় ভাষা শেখা ও সে ভাষার গ্রন্থাবলি ফার্সিতে অনুবাদের নির্দেশ দেন। এতদুদ্দেশ্যে আবদুস সাত্তার পাদ্রী জেরুম জেভিয়ারের (১৫৪৯-১৬১৭) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ল্যাটিন ও পর্তুগিজ ভাষা শেখার পর গুরুর তত্ত্বাবধানে খ্রিস্টান ধর্মের কতিপয় গ্রন্থ অনুবাদ করেন। এর পাশাপাশি তার শিক্ষাগুরু জেভিয়ারের অভিরুচি, দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শনের প্রভাবে ১৬০৩ খ্রিষ্টাব্দে পাশ্চাত্য দর্শনসম্বলিত *সামারাতুল ফালাসাফা* গ্রন্থটি রচনা করেন। এটি *আহওয়ালে ফিরিঙ্গিস্তান* নামেও পরিচিত। এ গ্রন্থে রোম ও গ্রিক শাসকদের উপাখ্যান ছাড়াও ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যকার সম্পর্কের দূরত্বের কারণ হিসেবে ভৌগোলিক বিভাজন ও ভাষাগত ভিন্নতা বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়। পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপিত হবার জন্য উভয়ভাষার মানুষের চিন্তা, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনাচার সম্বলিত গ্রন্থাদি অনুবাদ করার মতো পর্যাপ্ত লোক ছিলো না বলে একে অপরকে জানতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। বৃটিশ লাইব্রেরি, লন্ডন ও মাওলানা আজাদ লাইব্রেরি আলীগড়ে এর লিখিত কপি সংরক্ষিত আছে (Khan1998, 40, 66)।

দক্ষিণ এশিয়ার শিক্ষিত মহলে ইউরোপীয়দের প্রভাব

সম্রাট জাহাঙ্গীরের (মৃ. ১৬২৭) আমল থেকে মোঘল রাজদরবারে ইংরেজ প্রতিনিধিদের যাতায়াত বৃদ্ধি পায়। ২৪ আগস্ট ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে গুজরাটের সমুদ্র বন্দর সুরাটে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম নৌ জাহাজ হেক্টর নোঙ্গর করেছিলো। এ জাহাজে করে এসেছিলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম প্রতিনিধি দল; যাদের প্রধান ছিলেন, উইলিয়াম হকিংস (১৫৬০-১৬১৩) (Hawkins 2007, 59-75) সমুদ্রপথে ষোলো মাস সফরের পর তিনি ইংল্যান্ডের জেমস প্রথম (Jems 1 : ১৫৬০-১৬১৩) এর বার্তা নিয়ে মোঘল বাদশাহ আকবরের কাছে পৌঁছেন।

চিঠি পৌঁছার তিন বছর আগেই আকবরের মৃত্যু হয়। তখন তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর ক্ষমতাসীন ছিলেন। জাহাঙ্গীর জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসার গুণ পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। আকবরের মতো তিনিও পর্তুগিজসহ ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও বোঝাপড়ার নীতি অনুসরণ করেন।
উইলিয়াম হকিংস তার সফরনামায় সুরাট থেকে আগ্রা পর্যন্ত সফরের ধকল, পর্তুগিজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা, মুকাররব খানের দুর্ব্যবহার, মোঘল দরবারের আর্শিবাদ প্রাপ্তি ও নিজের মিশন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে বাংলার সুবেদার ছিলেন। গ্রন্থটি স্যামুয়েল পার্সেজ (১৫৭৭-১৬২৬) কর্তৃক সম্পাদিত তৃতীয় গ্রন্থ *Haklurytus Poshumus or, Purchase his Pilgrimes* (প্রথম সংস্করণ ১৬২৬) এর তৃতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয় (Hawkins 2007, 59-75)।

এ ছাড়াও কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে প্রেরিত বিস্তারিত প্রতিবেদনেও তিনি জাহাঙ্গীরের শাসনামলে রাজনৈতিক, সামাজিক ও বিশেষভাবে অর্থনৈতিক ও সামরিক অবস্থার কথা তুলে ধরেন। এই প্রতিবেদনটি ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে পরিগণিত হয়। কারণ এখানে ভারতের সম্পদ, ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি, শাসকদের ন্যায়পরায়ণতা, জনহিতৈষণা, রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনার তথ্য-উপাত্ত ও প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। এই রিপোর্টের মূলকপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে (Foster 1921, 391)।

জেমস প্রথম জাহাঙ্গীরের নামে মৈত্রী ও বন্ধুত্বের প্রস্তাবসহ বার্তা প্রেরণ করেন। যেখানে সরকারের সাফল্য ও তার সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। সেই পত্রে উপকূলীয় এলাকায় বাণিজ্যিক কুঠি নির্মাণের অনুমতি চাওয়া হয়। সমকালীন একাধিক গ্রন্থে এই অনুমতিপত্রের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন, হকিংসের পর মোঘল দরবারে প্রতিনিধি হিসেবে আসা স্যার টমাস রো (১৫৮১-১৬৪৪) এর ডায়েরিতে হকিংসের আগ্রা আগমন ও জেমস প্রথম এর পত্র পৌঁছানোর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। উইলিয়াম হকিংস জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপনের জন্য অনুমোদন লাভের প্রাণপণ চেষ্টা করেন তবে তাঁর মন্ত্রিবর্গের বোঝানো এবং এর পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করার ফলে তিনি অনেকটা সম্মতি দিয়েও পরে তা প্রত্যাহার করেন এবং হকিংসকে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়। তিনি ব্যর্থ হওয়ার পর কোম্পানির আবেদনের প্রেক্ষিতে জেমস প্রথম আরেকজন সরকারি প্রতিনিধি থমাস রো-কে ভারতে প্রেরণ করেন। স্যার থমাস রো হকিংসের চেয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি বিভিন্ন দেশে কূটনীতিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও ফার্সি ও তুর্কি ভাষা না জানার কারণে তাকে দোভাষী হিসেবে লোক নিয়োগ করতে হয়। এ কারণে ভারতের মোঘল সম্রাটদের দরবার ও এ অঞ্চলের সংস্কৃতি ও জীবনাচার সম্পর্কে সঠিক চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম ছিলেন না। তিনি খানিকটা অহঙ্কার ও আত্মগরিমাসম্পন্ন ছিলেন। ফলে তার ডায়েরির তথ্যগুলো বিভ্রান্তিকর ও অসম্পূর্ণ সাব্যস্ত হয় (Foster 1921, 391)।

তা সত্ত্বেও এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তিনি ইউরোপীয়দের সংশ্রব ও কাজকর্মের ফলে ভারতে পশ্চিমাদের আগ্রহ ও ইতিবাচক ধারণা ক্রমাগত বেড়েছে। যেমন, মোঘল বাদশাহ শাহজাহান (১৫৯২-১৬৬৬) ও আলমগীর (১৬১৮-১৭০৭) এর দরবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এমন একজন প্রশাসক দানিশমন্দ খাঁ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় যে, তিনি পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ পোষণ করতেন। তাঁর প্রকৃত নাম মোল্লা শফিয়ায়ী ইয়াজদী ছিলো বলে জানা যায়। দীর্ঘদিন ইরানে শিক্ষা অর্জনের পর তিনি ভারত আসেন। রাজদরবারের পদোন্নতির এক পর্যায়ে দানিশমন্দ উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন(খান ১৯৬৯, ২৯-৩১)। বিখ্যাত ফরাসি পরিব্রাজক ফ্রান্সিস

ব্রেনিয়ার (১৬৮৮-১৬২০) সম্পর্কে বিভিন্ন উৎসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তিনি পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে খুবই আগ্রহী ছিলেন। ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন তিনি। ফরাসি অনেক গবেষক যেমন ডি-কার্ট ডিসকার্টেজ (১৫৯৬-১৬৫০) ও বিখ্যাত ইংরেজি চিকিৎসক উইলিয়াম হার্ভে (১৫৭৮-১৬৫৭) সম্পর্কে তাঁর ভালো জানাশোনা ছিলো। তিনি দানিশমন্দ খাঁর জন্য এ বিষয়ক গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন (Bernier 1916, 61-65)।

বাদশাহ আলমগীরের আমলে দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান ও আমির মুহাম্মদ কোব্বাদ বেগ ইউরোপ সফর করেন এবং গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা শিখেন। ইতিহাসবিদ ও পরিব্রাজক আবু তালেব লন্ডনী (১৭৫২-১৮০৬) তার ডায়েরি *খোলাসাতুল আফকার*-এ মির্জা মুহাম্মদ বেগের আলোচনা করতে গিয়ে বিষয়টি উল্লেখ করেন। মির্জা আবু তালেব ইস্পাহানি অধিক লন্ডন সফরের কারণে লন্ডনী নামেও পরিচিত হয়ে ওঠেন। তিনি লক্ষ্ণৌ শহরের ইরানি বংশোদ্ভূত এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সুপরিচিত সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার ছিলেন; তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণবৃত্তান্ত *মাসিরে তালেবী*।

ইউরোপের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার সংযোগের প্রাথমিক স্মারক

ভ্রমণকাহিনী ও সফরনামা মুসলমানদের ঐতিহ্যের অংশ ছিলো শুরু থেকেই। ড. কুদসিয়া কুরাইশি তার গ্রন্থে দশজন মুসলিম পরিব্রাজকের নাম লিখেছেন; যারা খ্রিস্টীয় নবম শতক (হিজরি তৃতীয় শতক) থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষে আগমন করেছেন এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছেন (কুরাইশি ১৯৮৭, ৩৩-৩৯)। বার্নাড লুইস (১৯১৬-২০১৮) কয়েকজন উসমানি-তুর্কি ও আরব মুসলমানের সফরনামা ও অন্যান্য কতিপয় রচনার কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে তারা সমগ্র ইউরোপ অঞ্চল সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন (Lewise 2001, 135-139)। ভারতীয় মুসলমানরা এ ব্যাপারে কারও চাইতে পিছিয়ে ছিলো না। স্বদেশি হিন্দুদের মতো তারা সমুদ্র পাড়ি দেওয়াকে ধর্মভ্রষ্টতার কারণ মনে করতো না। ধর্মীয় ইবাদত ও আচার-অনুষ্ঠান, হজ-ওমরা জ্ঞানার্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত ভ্রমণ তাদের ধর্মবিশ্বাসেরই অংশ। যুগেযুগে এ দুটি উদ্দেশ্যে তারা দেশ-দেশান্তর সফর করেছে। ভারতীয় মুসলমানদের এসব ভ্রমণকাহিনির গ্রন্থাবলি ইংল্যান্ড, জার্মানি ও ফ্রান্সের বিখ্যাত লাইব্রেরিগুলোতে সংরক্ষিত আছে। যেমন: ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে আবদুল করিম কাজী ইবন মাহমুদ কাজী ইবন নুরুদ্দিন মুহাম্মদ কাজীর –যিনি কাজী এখতিয়ার উপাধিতে পরিচিত ছিলেন– রচনা *আওয়ালিমুল আসরার ফি গারায়িবিল আসফার* এর (হাতে লেখা) পাণ্ডুলিপির কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে গ্রন্থে মাওয়ারাউন নাহার, খোরাসান ও কাবুলের সফরবৃত্তান্তের চমকপ্রদ বর্ণনা পাওয়া যায়। গ্রন্থটির রচনা শুরু হয় ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দে। বোখারার সেসময়ের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, মনীষী ও কবি-সাহিত্যিকদের আলোচনা রয়েছে এ গ্রন্থে (Ethe 1937, 1/313-318)।

ভারতীয় মুসলমানদের পাশ্চাত্যমুখী সফরের সূচনা যদিও ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকেই হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসলেখক ও স্কলাররা ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখা শুরু করেন এ শতকের শেষ দিকে। পরোক্ষসূত্রে প্রাপ্ত এসব তথ্যের অধিকাংশ অসম্পূর্ণ উপাত্ত হলেও অন্তত ভারতে ইউরোপীয়দের বিষয়ে প্রাথমিক চিত্র মিলেছে এখানে। পাশ্চাত্য প্রভাবের পূর্বে ভারতীয় লেখকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করার পন্থাই ছিলো বিচিত্র ধারার। প্রাথমিক যুগের লেখকরা সাধারণত, তাদের রচনায় ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থাকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। আর্থসামাজিক অবস্থা বস্তুত আনুষাঙ্গিক তথ্য ও গৌণ হিসেবে ওঠে এসেছে। আবার জীবনী লিখতে গিয়ে

ভ্রমণবৃত্তান্তও তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে এ ধরনের কিছু পাণ্ডুলিপি দেখা যায়, যাতে জীবনবৃত্তান্তের সঙ্গে ভ্রমণকাহিনীরও স্বাদ-রঙ পাওয়া যায়।

ইউরোপীয়দের বিষয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ বিভিন্ন বর্ণনার প্রাচীনতম গ্রন্থ *তুহফাতুল মুজাহিদীন*-এর লেখক শায়খ জায়নুদ্দিন মালাবারি (মৃত্যু: ১৫৮৩ খ্রি.)। এটি যদিও ভ্রমণকাহিনী নয় তবে এ লেখকের সঙ্গে কোনো না কোনো ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক ছিলো; যা তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলাপ, লেখালেখি, বিবিধ বর্ণনা-বক্তব্য থেকে ফুটে ওঠেছে। তবে তার সঙ্গে কেবল পর্তুগিজদের সম্পর্ক থাকলেও তার রচনায় অন্যান্য ইউরোপীয় অঞ্চলের অধিবাসীর কথাও ওঠে এসেছে। পর্তুগিজ যুগের (ভারতে) মালাবারে তার জন্ম। এ গ্রন্থে তিনি মালাবারের স্থানীয় জনগণের পর্তুগিজদের বিভিন্ন বাড়াবাড়ি, প্রতিবাদ-বিক্ষোভের কথাও উল্লেখ করেন। এ গ্রন্থে তিনি প্রথমবারের মতো মালাবারে ইসলামের আগমনের ইতিহাস বর্ণনা করেন। এরপর পর্তুগিজদের আগমন ও স্থানীয় প্রশাসকদের বিরোধিতার কথাও উল্লেখ করেন। শুরুর দিকে পর্তুগিজদের ব্যবসা-বাণিজ্য করার উদ্দেশ্য থাকলেও শক্তিশালী হয়ে ওঠার পর তারা জনসাধারণকে জবরদস্তিমূলকভাবে ধর্মান্তর করতে শুরু করে। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারীদের জন্য অর্থসহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধার দরোজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে নিজেদের ধর্মে অবিচল থাকা লোকজনের জানমাল নানাভাবে হুমকির মুখে পড়ে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় মুসলমানরা তাদের ধর্মবিশ্বাসে অনড় ছিলো বেশি। ফলে তাদেরকে পর্তুগিজ শাসকদের সমধিক নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হতে হয় (মালাবারি তা.বি, ৭৫)।

সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয় *সামারাতুল ফালাসাফা* বা *আহওয়ালে ফিরিঙ্গিস্তান* নামের গ্রন্থটি (১৬০৩) যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সমসাময়িককালে *রওজাতুত তাহেরীন* নামে একই বিষয়ে আরেকটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়; এর লেখক বাঙালি বংশোদ্ভূত তাহের মুহাম্মদ সাবজাওয়ারি। তিনি মোঘল রাজদরবারের দূত হিসেবে গোয়া প্রেরিত হয়েছিলেন। এ গ্রন্থে ইউরোপীয়দের বিষয়ে বিশেষভাবে বর্ণনা না থাকলেও ইউরোপের ইতিহাস বিষয়ে কিছু জরুরি তথ্য রয়েছে। অক্সফোর্ড ও ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে (সাবজাওয়ারি তা.বি. ২০০-২০২)। এইচ. এম. এলিয়েট (H.M Elliot) ও জন ডাউসন (Jhon Dowson) তাদের ইতিহাসগ্রন্থে (Elliot 1827, 195-201) *সামারাতুল ফালাসাফার* সারসংক্ষেপ উল্লেখ করেছেন। তবে মুজাফফর আলম গ্রন্থটির কিছু তথ্য বিভ্রান্তিকর বলে অভিমত দিয়েছেন। সঞ্জয় সুব্রামিয়ামও তার প্রবন্ধে এ গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেন (Subrahmayam 2005, 69-100)।

উক্ত গ্রন্থে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থার বর্ণনা ছাড়াও অনেক বিস্ময়কর ঘটনার বিবরণী রয়েছে। লেখক পর্তুগিজদের জাহাজ চালনা ও নৌযুদ্ধে দক্ষতা ও বিজয়ের কথা স্বীকার করলেও পাশাপাশি একথাও উল্লেখ করেছেন যে, স্থলযুদ্ধে তারা অনেক দুর্বল ছিলো। কোথাও পর্তুগিজ বনাম মালাবার সৈন্যের মাঝে স্থল যুদ্ধ বাঁধলে একশ' জন মালাবারি সৈন্যের বিপরীতে দশ হাজার পর্তুগিজ সৈন্য দাঁড়াতে পারতো না। এছাড়াও লেখকের অভিমত হলো, অন্য ইউরোপীয়রা মাছ শিকারের পেশার কারণে পর্তুগিজদেরকে ঢালাওভাবে জেলে সম্প্রদায় ভাবতো। এ গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন দাক্ষিণাত্যের রাজাকে পর্তুগিজদের পক্ষ থেকে বহুমূল্য উপহার-উপঢৌকন দিয়ে বশ করার মাধ্যমে ভারতের কিছু দ্বীপাঞ্চলে নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করে। উল্লেখ্য যে, আরবি ভাষায় লিখিত *আজাইবুল বুলদান* নামে পঞ্চদশ শতকে আরও একটি গ্রন্থের সন্ধান মেলে; যার পুরো নাম *খরিতাতুল আজাইব ওয়া ফরিদাতুল গারাইব*, যুক্তরাষ্ট্রের প্রিস্টন ইউনিভার্সিটিতে এর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

এর লেখক সিরাজুদ্দিন ইবনুল ওয়ারদি (মৃত্যু: ৮৫২ হি./১৪৪৭ খ্রি.)। গ্রন্থটির পুনর্বিন্যাস ও সম্পাদনা করেন গবেষক মাহমুদ জানানী। গ্রন্থটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক ইতিহাস ও তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে রচিত (Subrahmayam 2005, 69-100)।

মুহাম্মদ শাহীর আমলের আরও দুটি গ্রন্থ মুজাফফর আলম ও সুব্রামিয়াম তাদের রচনা *Indo-Perisan travel in the Age of Discoveries, 1400-1800* উদ্ধৃত করেন। একটি খাজা আবদুল করিমের *বয়ানে ওয়াকেয়ী*, দ্বিতীয়টি খাজা আবদুল কাদেরের *ওয়াকিয়ায়ে মানাযেলে রোম*, মূলত গ্রন্থ দুটি পাশ্চাত্যের সফরনামা। লেখকদের দাবি এ দুটি বই উপাখ্যান বর্ণনাধর্মী ও সফরবৃত্তান্তের প্রাচীন রীতিতে রচিত; যা পাশ্চাত্যের প্রভাবমুক্ত (Muzaffar and Subrahmnyam 2007, 244)। খাজা আবদুল কাদের কর্তৃক রচিত *ওয়াকিয়ায়ে মানাযেলে রোম* ভ্রমণবৃত্তান্ত। খাজা আবদুল কাদের টিপু সুলতানের পক্ষ থেকে কনস্টান্টিনোপলে প্রেরিত প্রতিনিধিদলের (১৭৮৬-১৭৮৯) সচিব হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। দৃশ্যত, এ সফরের উদ্দেশ্য ছিলো দুইটি : প্রথমত, তুর্কি অঞ্চলে শিল্প-কারখানা স্থাপন দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় শাসকের পক্ষ থেকে নিজের স্বীকৃতিপত্র আদায়। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আশংকা ছিলো, এটা তাদের মোকাবেলা করার জন্য সাহায্য চাওয়ার প্রয়াস। এ প্রতিনিধিদলে গোলাম আলী খান, নুরুল্লাহ খান, লুতফুল্লাহ খান ও জাফর আলী খান শামিল ছিলেন। আবদুল কাদের ছাড়াও সাইয়েদ জাফরও সচিব হিসেবে প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন (Yuruk, Emre, http//: iasir.net/AIJRHASSpapers/AIJRHASS18-418.pdf.)। আবদুল কাদের এ ভ্রমণের প্রতিবেদনে অন্যান্য অবস্থার পাশাপাশি প্রতিনিধিদলের সদস্যদের মাঝে মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্বর কথা তুলে ধরেন। উল্লেখ করেন, আর্থসামাজিক অবস্থা, পারিপার্শ্বিকতা যেমন: বসরায় মুহাররমের জুলুস, মরসিয়া, মাতম, তলোয়ার নিয়ে রক্ত শোক উদযাপন ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা। এ সফরনামায় ভারতে উসমানী খলিফার মর্যাদা, শৌর্যবীর্য ও ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। *বয়ানে ওয়াকেয়ী* গ্রন্থে ইউরোপীয়দের সঙ্গে মেলামেশা, কাজ-কারবার ও আদানপ্রদানের বর্ণনা ও প্রতিক্রিয়া বেশ পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠেছে। গ্রন্থ দুটি সমসাময়িককালের ভারতের সামগ্রিক অবস্থা ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর ইতিহাসকে কেন্দ্র করে রচিত (কাদের ১৯৬৮, ৫০-৫৭)।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনাকে সামনে রেখে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অন্তত অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইউরোপীয়দের ব্যাপারে সাধারণভাবে দক্ষিণ এশিয়ার অধিবাসী এবং বিশেষভাবে মুসলমানদের চিন্তাধারায় শত্রুতা, ঘৃণা কিংবা হঠকারিতার মতো নেতিবাচক মনোভাব ছিলো না। বরং তাদেরকে খুবই মর্যাদা ও সম্মানের চোখে দেখা হতো। সাধারণ-বিশেষ সকলেই তাদের জ্ঞান-গরিমা, যোগ্যতা, গুণাবলির প্রশংসায় ছিলো অকৃপণ। রাজা-বাদশাহদের দরবারে স্বীকৃত ছিলো তাদের বিশেষ কদর ও উচ্চমর্যাদা। ব্যবসা-বাণিজ্যে সকল সুবিধাদির দ্বার অবারিত ছিলো তাদের জন্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনসাধারণ পশ্চিমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ব্যাপক জানার কৌতুহল ও আগ্রহ পোষণ করতো। ইউরোপের চিকিৎসক, খ্রিস্টীয় ধর্মযাজক ও ব্যবসায়ীরা ভাগ্যের সন্ধানে ভারতবর্ষে সচরাচর আসা-যাওয়া করতো। এখানে তাদের মেধা ও শ্রমের ন্যায্য বিনিময় পাওয়া যেতো। একথা সত্য যে, মোঘল সম্রাট আকবর থেকে

আওরঙ্গজেব আলমগীর পর্যন্ত প্রতাপশালী শাসকেরা ইউরোপীয়দেরকে সেসব সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন যা তাদেরকে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ পূরণ, রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ ও প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে দেবে। এ কারণে আলমগীরের মৃত্যু পর্যন্ত ইংরেজরা ভারতবর্ষে দখলদারি বিস্তারের চক্রান্তে সফল হয়নি।

তার মৃত্যুর পর ইউরোপীয়রা বাংলা, বিহার উড়িষ্যাসহ অন্যান্য প্রদেশে চক্রান্তের জাল বিস্তারে সক্ষম হয়। যা পরবর্তী সময়ে সমগ্র ভারতে দখলদারি প্রতিষ্ঠার রাস্তা সুগম করে দেয়। এ কারণেই সর্বস্তর ও সকল শ্রেণীর ভারতীয় শাসকদের অন্তরে তাদের ব্যাপারে ক্ষোভ, ঘৃণা ও আক্রোশ তৈরি হতে থাকে। যা এক পর্যায়ে লড়াই পর্যন্ত গড়িয়েছে। ইতিহাস পর্যালোচনায় প্রাচীনকাল থেকে দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের পারস্পরিক যোগাযোগ-সম্পর্কের একটি মিথস্ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। বিচ্ছিন্ন কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ইতিহাসের আয়না দেখলে উভয় জনগোষ্ঠীর মাঝে ঘৃণা ও বৈরিতার সম্পর্ক ছিলো না। এটি শুরু হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে। এর কারণ একদিকে আগ্রাসনমূলক দখলদারি অন্যদিকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং জনসাধারণের সঙ্গে প্রভুসুলভ অসদাচরণের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া।

তথ্যসূত্র

আবদুল হাই ইবন ফখরুদ্দিন আল-হাসানী। *নুজহাতুল খাওয়াতির*। বৈরুত : দারু ইবন্ হাযাম, ১৯৯৯।

আবদুল কাদের।*ওয়াকেয়ায়ে মানাযেলে রোম*, সম্পা. মুহিব্বুল হাসান। লন্ডন: এশিয়া পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৮।

কুদসিয়া কুরাইশি। *উর্দু সফরনামা উনিসভী সদী মে*। দিল্লি : মাকতাবায়ে জামিয়া, ১৯৮৭।

সামাসামুদ্দৌলা শাহ নেওয়াজ খান। *মাআসিরুল উমারা*, অনুবাদ : মুহাম্মদ আইয়ুব কাদেরী। লাহোর : মারকাজী উর্দু বোর্ড, ১৯৬৯।

শায়খ জায়নুদ্দিন মালাবারি। *তুহফাতুল মুজাহিদীন*, সম্পাদক, হাকিম সাইয়েদ শামসুল্লাহ কাদেরী। হায়দারাবাদ: হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি অব হায়দারাবাদ, তা.বি।

সাইয়েদ মুহাম্মদ সেলিম। *মাগরিবী জবানুঁ কা মাহের ওলামা*। লাহোর: মজলিসে তরক্কিয়ে আদাব, ২০১৫।

তাহের মুহাম্মদ সাবজাওয়ারি। *রওজাতুত্ তাহেরীন*। লন্ডন: অক্সফোর্ড ব্রিটিশ লাইব্রেরি, তা.বি.।

শানুল হক হাকীকী। *ফরহাঙ্গে তালাফফুজ*। ইসলামাবাদ : মুকতাদারায়ে কওমি যবান, ২০০৮।

Muzaffar Alam and Subrahmnyam Sanjoy. *Indo-Persian Travels in the Age of Discoveries 1400-1800*. Cambrige: Cambrige Univesity Press, 2007.

Bernier, Francois. *Travels in the Mughal Empire A. D. 1656-1688, trans. Archibald, Constable*. London : Oxford University Press, 1916.

DeGama, Vasco. *A new General Collection of Voyages and Travels : Consisting of the Most Esteemed Relations, Which have been Hitberto Published in Any Language*. London : Thomas Astley, 1744.

Dames, Mansel Longworth. *The Book of Duarte Barbosa : An Account of the Countries on the Indian Ocean and Their Inhabitants*. London : Hakluyt, Society, 1918-1921.

Ethe, Hermann. *Cataloge of Persian Manuscpripts in India Office Library*. Oxford : The Indian Office 1937.

Elliot, H.M., Dowson johon. *The History of Inidan ad Told by its Own Historians The Muhammad Period* London : 1827, Reprint Delhi : 1990.

Foster, William, ed. *Early Travels in India*. 1583-1619. London : Oxford University Press, 1921.

H.G. Rawlinson, *British, Beginnigns in Western India, 1579, An Account of the Early Days of the Britsh Factory of Surat*. Oxford : Clarendon Press, 1920.

Hawkins ,William, ``*West and North India , 1608-13,'' in Visions of Mughal India : An Anthology of European Travel Writing*, ed. Michael H. Fisher , London/New York : I. B Tauris, 2007.

Jones, J. W. *The Travels of Niccolo Conti in the East, itn the early Part of the Fifteenth Century* London : Haklyt Society, 1857.

Gulfishan Khan. *The Indian Muslims' Perception of the West During the Eighteenth Century,* Karachi : Oxford University Press, 1998.

Lewise, Bernard. *The Muslim Dicovery of Europe,* New Yourk : W.W. Norton & Company, 2001.

McCrindle, J. W. *Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian*. London : Trubner & Co, 1877.

Mitchell, Jean Brown, ``European Exploration'', *Encyclopedia Britannica*,

https: //www.britannica.com/topic/European-exploration, accessed April 12, 2018.

Maclagan, Edward, *The Jesaits and the Great Mogal,* London : Burns Oates and Washbourne, 1932.

Muzaffar Alam and Sanay Subrahmayam. *Indo-Persian Tarvel in the Age of Dsicoveries, 1400-1800*. Cambridge Universityh Press, 2007.

Rawlinason, H.G., *British, Beginnings in Western India, 1579-1657 : An Account of the Early Days of the Britsh Factory of Surat*. Oxford : Clarendon Press, 1920.

Subrahmayam, Sanjay. ``Taking Stock of the Franks : South Asian Views of Euroeans and Europe, 1500-1800)" *The Indian Economic and Social Hisrory Review,* 2005.

Yuruk, Emre. `` Seeking an Ally aganist British Expansion in India : Tipu Sultan's Mission to the Ottoman Empire". *Am*erican *International Journal of Research in, Humanities, Art and Social Sciences.* Online edition avalble at: http//: iasir.net/AIJRHASSpapers/AIJRHASS18-418.pdf.